দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২০-০৫-২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৮)

ব্রি হাইব্রিড ৮ ধানে বাজিমাত

আজহার মাহামুদ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) নতুন জাতের ব্রি হাইব্রিড ৮ ধান উদ্ভাবন করেছে। এই জাতের ধান গোপালগঞ্জে প্রথম আবাদ করে বাজিমাত করেছে কৃষক। দেশে প্রচলিত যে কোনো হাইব্রিড জাতের ধানের তুলনায় ব্রি হাইব্রিড ৮ ধান অনেক বেশি ফলন দিয়েছে। ফলে এই ধান আবাদ করে অধিক লাভের আশা করছেন কৃষক। গোপালগঞ্জে ৮ হেক্টরে সাড়ে ১০ টন ফলন দিয়েছে ব্রি হাইব্রিড ধান। গোপালগঞ্জ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক প্রধান ও সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জানান, বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলায় ২০ হেক্টর জমিতে ৫০টি প্রদর্শনী প্লটে ব্রি হাইব্রিড ৮ ধানের আবাদ করেছে কৃষকরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক ও পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তার উপস্থিতিতেই প্রদর্শনী প্লট থেকে ধান কেটে মাড়াই ও পরিমাপ করা হয়। সেখানে হেক্টরপ্রতি সাড়ে ১০ টন ফলন পাওয়া গেছে। এই জাতের ধান কৃষিতে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী গ্রামের কৃষক মিজান মোল্লা বলেন, ব্রি হাইব্রিড ৮ ধান চাষাবাদ করে শতাংশে ১ মণের বেশি ফলন পেয়েছি। হেক্টরে এই ধান সাড়ে ১০ টন ফলন দিয়েছে। এ ধানের চাল লম্বা। ওজনও বেশি। প্রতিটি ছড়ায় ধানের পরিমাণও বেশি থাকে। জমিতে আগে এত ধান ফলেনি। এই ধান চাষাবাদে সেচ ও সার খরচ কম লেগেছে। তেমন রোগবালাই নেই। কম খরচে বেশি ধান উৎপাদন করতে পেরে আমরা লাভবান হয়েছি। টুঙ্গিপাড়া উপজেলার নিলফা গ্রামের কৃষক হাবিবুর রহমান বলেন, ধানটি হাইব্রিড। আবার লম্বা ও চিকন। নতুন এ জাতের ধান ফলনও বেশি দিয়েছে। বাজারে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। আগামী বছর এ জাতের ধান আবাদ করব। গোপালগঞ্জ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিজ্ঞানিক কর্মকর্তা সজল চন্দ্র দাস বলেন, এই ধানের জীবনকাল ১৪৫ দিন থেকে ১৪৮ দিন। ১ হাজার পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৩ গ্রাম। ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরে। চালে অ্যামাইলোজ ২৩.৩% এবং প্রোটিন ৯.২%। দানার পুষ্টতা ৮৮.৬%। পরিচর্যা পেলে এ জাতের ধান ১১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। কৃষিতে এ ধান সমৃদ্ধির আশা জাগিয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ আ. কাদের সরদার বলেন, গোপালগঞ্জে ৭৮ শতাংশ জমিতে হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়। প্রথম আবাদে এই ধান বাজিমাত করেছে। এই জাতের ধানের আবাদ ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশে ধানের উৎপাদন আরও বাড়বে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে এই ধান চাষ আশা জাগাচ্ছে।

দায়িত্বশীলদের দৈনিক দেশ রূপান্তর